উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১২

সংখ্যা ৩

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

পিকেএসএফ ও ঘাসফুল এর বহুমাত্রিক যৌথ উন্নয়ন কার্যক্রম;

মেখল ইউনিয়নে শুরু হয়েছে "সমৃদ্ধি" কর্মসূচী

ঘাসফুলের যুব প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সনদ বিতরণ করছেন পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম

পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় ঘাসফুল চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে গত ০১ জুলাই ২০১৩ থেকে দাপ্তরিকভাবে সমৃদ্ধি কার্যক্রম শুরু করেছে। পিকেএসএফ ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে দেশের ২১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। দারিদ্র বিমোচনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃপক্ষ সহযোগী সংস্থাদের নিয়ে ইউনিয়নভিত্তিক এই কর্মসূচী দেশব্যাপী পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সর্বশেষ ৮টি ইউনিয়নসহ বর্তমানে কর্মসূচীটি দেশের ৭টি বিভাগের ৪০টি জেলার ৪৩টি উপজেলায় ৪৩টি ইউনিয়নে "একটি ইউনিয়ন-একটি সহযোগী সংস্থা" নীতিতে অগ্রসর হচ্ছে। >> বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় >>

ঘাসফুল এর উন্নয়নযাত্রায় নতুন সংযোজন

"শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু অধিকার ও ঝুঁকিমুক্ত কর্ম পরিবেশ বাস্তবায়ন (সিএইচডব্লিউইভিটি)"প্রকল্প

অতিথিদের উপস্থিতে ঘাসফুল প্রধান আফতাবুর রহমান জাফরী সাব-পার্টনার সংস্থা দু'টির প্রধানগণের কাছে চুক্তিনামা হস্তান্তর করছেন।

দাতা সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা হিসেবে ঘাসফুল চট্টগ্রাম শহর এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের উন্নয়নে একটি প্রকল্পের কার্যক্রম গত ১লা আগষ্ট ২০১৩ হতে শুরু করে। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে ঢাকাস্থ এমজেএফ কার্যালয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন নির্বাহী পরিচালক শাহিন আনাম ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ঘাসফুল এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন ঘাসফুলের প্রধান >> বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় >>

দেশীয় প্রজাতি সংরক্ষণে জনসচেতনতায় ঘাসফুল এর সময়োপযোগী উদ্যোগ

ডিসিহিলে দেশীয় প্রজাতির খেজুরগাছের চারা রোপন

ডিসিহিলে দেশীয় খেজুরগাছের চারা রোপন কর্মসূচী উদ্বোধন করছেন জেলা প্রশাসক মোঃ আবদুল মান্নান এবং উপস্থিত এডিসি (শিক্ষা ও উন্নয়ন) ও ঘাসফুলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

ঘাসফুল এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ০৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম ডিসিহিলে অবস্থিত ডিসি বাংলো প্রাঙ্গন এবং পাহাড়ের পাদদেশে ৭০টি দেশীয় প্রজাতির খেজুরগাছের চারা রোপণ করা হয়। দেশীয় প্রজাতির খেজুরগাছের চারাগুলো বিশিষ্ট সমাজকর্মী ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যুগ্মসচিব ও চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আবদুল মান্নান খেজুর গাছের চারা রোপন করে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) >> বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় >>

ঘাসফুল মাইম হেলথ প্রকল্প

৩ দিন ব্যাপী এইচআইভি/এইডস সচেতনতা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

ইনাফি বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুল মাইম হেলথ প্রকল্পের আওতায় সংস্থার উদ্যোগে উপকারভোগীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে "এইচআইভি/এইড্স সচেতনতা মূলক" তিনদিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ ১৭-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের ১২৫ জন উপকারভোগী নারী সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডবলমুরিং থানার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুব্রত কুমার চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা-৪ এর শাখাব্যবস্থাপক মো: নাজিমউদ্দিন এবং ইনাফি-বাংলাদেশ এর কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাকিব। জনাব রাকিব তার বক্তব্যে এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন, পাশাপাশি তিনি এইড্স এবং এইচআইভি প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে স্পষ্টভাবে আলোচনা করেন। ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডা: মো: মামুন-উর-রশিদ চৌধুরী তার আলোচনায় এইড্স কী, লক্ষণ, এইড্স কিভাবে ছড়ায় এবং কিভাবে ছড়ায় না, প্রতিরোধে করণীয় কী, কেন এই রোগ ঝুকিপূর্ণ, আক্রান্তদের করণীয় ও কোথায় >> বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় >>

মেখল ইউনিয়নে শুরু হয়েছে "সমৃদ্ধি" কর্মসূচী

>> ১ম পৃষ্ঠায় পর >> **উন্নয়নে গবেষণালব্ধ বহুমুখী কার্যক্রম "সমৃদ্ধি" এর পূর্ণরূপ:** "দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" এবং ইংরেজীতে "Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households Towards Elimination of Their Poverty (ENRICH)"। দারিদ্র দুরীকরণের এ প্রক্রিয়া সরকারের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর "ইউনিয়ন"-কে বিবেচনায় রেখে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ, সহযোগী সংস্থা ও পিকেএসএফ এর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে যৌথভাবে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী বেসরকারী দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা, স্থানীয় সচেতন সমাজ/ব্যক্তিদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ, সমঝোতা ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচীর উদ্দেশ্য: ইউনিয়নভুক্ত দরিদ্র পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়িত করে টেকসই ভিত্তিতে পরিবারগুলোর দারিদ্রতা কমিয়ে আনা এবং নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ দরিদ্রদের জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি কর্মসূচী গ্রহণ করা। উল্লেখ্য, ক্ষুদ্রঋণও এই সমন্বিত কর্মসূচীর একটি অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করবে। কর্মসূচিটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এই কর্মসূচীর আওতায় যে সমস্ত কর্মকান্ড রয়েছে তা হলো: ***স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কার্যক্রম * শিক্ষা কার্যক্রম, যুব উন্নয়ন কার্যক্রম * সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম *বঙ্কুচুলা কার্যক্রম *কমিউনিটি-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম *ঔষধী গাছ 'বাসক' চাষাবাদ কার্যক্রম *বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম *আয়বর্ধনমুলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ *আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম, বসত বাড়িতে সবজি চাষ কার্যক্রম *স্যানিটেশন কার্যক্রম *সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র গঠন।***

খানা জরীপ পরিচালনার লক্ষ্যে দুদিন ব্যাপী পরিবার-জরিপ প্রশিক্ষন:
২৯ আগষ্ট ২০১৩ সকাল নয়টায় হাটহাজারী সদর ব্রাঞ্চ এ সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় "পরিবার জরিপ ২০১৩" বিষয়ক দুদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব গিয়াস উদ্দিন, ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরি, পিকেএসএফ থেকে আগত প্রশিক্ষক দীপক কুমার সাহা (ব্যবস্থাপক- কার্যক্রম) ঘাসফুল মাইক্রোফাইনেন্স বিভাগের প্রধান জনাব লুৎফুল কবীর চৌধুরী শিমুল, জুনিয়র এরিয়া ম্যানেজার নাজমুল হাসান এবং ম্যানেজার (ট্রেনিং, রিপোর্টিং ও পাবলিকেশন) আবু করিম সামি উদ্দিন। প্রশিক্ষণে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ১৬ জন স্বাস্থ্যসেবিকা অংশগ্রহণকারী এবং ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচীর সমাজউন্নয়ন সংগঠক, স্বাস্থ্যসহকারী ও কর্মসূচী সমন্বয়কারী উপস্থিত ছিলেন। সমৃদ্ধি কর্মসূচীর পরিবার জরিপ প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি সমৃদ্ধি কর্মসূচীর সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, "এটি ঘাসফুলের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলের সর্বোচ্চ মেধা ও প্রচেষ্টা নিয়ে কাজ করতে হবে"। তিনি আরো বলেন, "এই কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সর্বাগ্রে পরিবার জরিপগুলো অত্যান্ত সুচারুভাবে এবং খুব সতর্কতার সাথে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। মনে রাখবেন সংগ্রহকৃত এসকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে মেখল ইউনিয়নে নানামুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের পন্থা নির্ধারণ করা হবে। স্বাস্থ্য সহকারীগণ প্রতিটি পরিবারে গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে। মানুষের সাথে নিবিড়ভাবে মিশে যেতে পারলে আমরা সফল হবোই ইনশাল্লাহ্। দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক বনায়নসহ সকল পর্যায়ে কাজ করার মানসিকতা থাকা উচিত"। তিনি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সর্বাঙ্গীন সর্বোচ্চ সফলতা কামনা করে শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন। দুইদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন পিকেএসএফ প্রতিনিধি দিপক কুমার সাহা।

সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম: মেখল ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ডে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে স্কুল কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ১৭ জন শিক্ষিকা নয়টি ওয়ার্ডে ৩৩৮ জন শিশুর অংশগ্রহনে শিক্ষা কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে।
এই শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেনী, প্রথম শ্রেনী এবং দ্বিতীয় শ্রেনী অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এই শিক্ষা কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিশুদের বিদ্যালয় ভীতি হ্রাস করার মাধ্যমে ঝরেপড়ার সংখ্যা কমিয়ে আনা। শিশুকে আনন্দের মাধ্যমে পাঠদান করে শিক্ষাগ্রহনে আগ্রহী করে তোলা। সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত এ নয়টি ওয়ার্ডে ঘাসফুল পরিচালিত স্কুলগুলোতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩৮ জন (ছাত্র= ১৬৪জন এবং ছাত্রী- ১৭৪ জন)।
স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচীর মাধ্যমে মেখল ইউনিয়নের আপামর জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং যে কোনধরণের জরুরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই কর্মসূচীর আওতায় একজন স্বাস্থ্যসহকারী এবং ১৬ জন স্বাস্থ্যসেবিকা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। স্বাস্থ্যসেবিকাগণ বর্তমানে মেখল ইউনিয়নে পরিবার জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন।
পাশাপাশি স্বাস্থ্যসহকারী জনাব মেহেদী ইনাম ওয়ার্ড পর্যায়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসাসেবা প্রদান করছেন। এই কর্মসূচীর আওতায় তিনি এ পর্যন্ত ৬৬ জন রোগীকে চিকিৎসাপত্র প্রদান করেন।
যুব প্রশিক্ষণ: পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সরাসরি তত্বাবধানে 'সার্টিফিকেট ইন হাউজ কিপিং এবং সার্টিফিকেট ইন ফুড এন্ড ব্রেভারেজ ' প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। এতে ঘাসফুল তার কর্ম-এলাকা মেখল ইউনিয়ন থেকে ২৮ জন যুবককে নির্বাচন করে ইনিষ্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট এন্ড হসপিটালিটি নামক প্রতিষ্ঠান একমাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম মহোদয়ের উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণ পরবর্তী সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। ২৮ জন প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে ২৭ জন দেশের বিভিন্ন উন্নতমানের হোটেলে ইন্টার্ণী করার সুযোগ পেয়েছেন। ইন্টার্ণী শেষে তাদেরকে দেশের নামিদামী হোটেলে চাকুরী প্রদান করা হবে।

৩ দিন ব্যাপী এইচআইভি/এইডস সচেতনতা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >> পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের মূখ্য আলোচক সুব্রত কুমার চৌধুরী তার বক্তব্যে পরিবার পরিকল্পনার উপর বিশেষ জোর দেন, তিনি বলেন, "দুই সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয়"। তিনি সন্তানেরা যাতে মাদকাসক্ত হয়ে না পড়ে, সহিংস হয়ে না পড়ে এবং কোনভাবেই যাতে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে আরো বেশি আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দেন। সভাপতির বক্তব্যে ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, "ঘাসফুল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মা ও শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে আসছে। সরকারের সহযোগিতায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ই.পি.আই, এন.আইডি, পোলিও, গর্ভবতী সেবা, গর্ভ পরবর্তী সেবা এবং প্রজননস্বাস্থ্য সেবা, সাধারন স্বাস্থ্যসেবা, বিভিন্ন সচেতনতামুলক প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন দিবসে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে ঘাসফুল নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে"। জনাব জাফরী আরো বলেন, সামাজিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অভাবে সমাজে তথা পরিবারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্ঠি হচ্ছে। তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের উপর বিশেষ জোর দেন এবং মা-বাবা দুইজনেই চাকুরীজীবি হলে প্রতিদিন সন্তানদের খোঁজ খবর নেয়া এবং তাদের সাথে আরো একটু বেশি আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দেন এবং তাদের ভালো কাজের প্রশংসা করতে বলেন। উদ্বোধনী পর্ব সঞ্চালনা করেন ঘাসফুলের সহকারি পরিচালক (এসডিপি) আন্জুমান বানু লিমা। তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষনে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল কর্মকর্তা ডা: মামুন-উর-রশীদ চৌধুরী, ইনাফি কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাকিব ও ঘাসফুল মাইম হেলথ প্রকল্পের প্যারামেডিক ডাক্তার সেলিনা আক্তার। প্রশিক্ষনে উপকারভোগিরা এসটিআই/ এইড্স এবং জন্ডিস সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। তারা এধরণের সচেনতামূলক প্রোগ্রাম মাঠ পর্যায়ে আরো বেশি বেশি করার জন্য ঘাসফুলকে পরামর্শ দেন।

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ঘাসফুল

পল্লী অঞ্চলে তথ্যসেবায় কাজ করছে ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্র

হাটহাজারী সরকারহাট এলাকায় ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্র, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের মোবাইল লেডি মনিকা বড়ুয়া জানান তারা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কম্পিউটার বিভিন্ন বিষয়ে গ্রামের সাধারন মানুষের কাছে প্রশিক্ষন এবং তথ্য প্রদান করে আসছেন। গত তিন মাসে ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্রে মোট ৬১জন শিক্ষার্থী কম্পিউটার প্রশিক্ষন এবং ৫০জন এর ছবিতোলা এবং ০৪জন কৃষি বিষয়ক তথ্য সহায়তা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্র এমজেএফ এবং ডি-নেট এর সহযোগিতায় শুরু করা হলেও বর্তমানে এটি ঘাসফুলের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হয়।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১২, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

সম্পাদকীয়

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৩
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যুগ-উপযোগী অভিনব সমন্বিত কর্মসূচী প্রয়োজন

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) প্রার্থনা করতেন, "সম্পদের চেয়ে সন্তান বেশী হওয়া কঠিন বিপদ; আমি এই বিপদ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে মুক্তি চাই।" মুলত: বিশ্ব এখন দুইটি মৌলিক সমস্যার মুখোমুখি। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং বাড়তি জনসংখ্যার চাপে পরিবেশ বিপর্যয়। 'কৈশোরে গর্ভধারণ মাতৃ-মৃত্যুর অন্যতম কারণ' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে দেশব্যাপী পালিত হলো এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৩। বিশেষজ্ঞদের মতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাল্যবিবাহ একটি কঠিন বাধা। মোট প্রজনন হার কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সার্বিক সাফল্য থাকলেও কিশোরী মায়েদের প্রজনন হার কমানো যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে কিশোরীবিবাহ বা বাল্যবিবাহ রোধে বিভিন্ন কুসংস্কার, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব, শিক্ষার অভাবসহ বিভিন্ন কারণের পাশাপাশি অন্যতম কারণ হচ্ছে; এদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সংকট। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সংকট এর কারণে অভিভাবকেরা কন্যা সন্তান কৈশোর অবস্থায় বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের আগে অনৈতিক দৈহিক সম্পর্কও কিশোরিমাতা বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ। এ অবস্থায় বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে নিয়ন্ত্রণের জন্য নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রাম ও শহর উভয়স্থানে নারীদের যোগ্যতানুযায়ী সন্মানজনক কর্মসংস্থান আরো বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা যায়। স্কুল-কলেজগামী কিশোরীদের চলাচলে নিরাপত্তাসহ সকলধরণের নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, যাতে করে অভিভাবকেরা নিজের কন্যাসন্তানের চলাচলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

জন্যসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ঘাসফুল ১৯৭৮ সাল থেকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিবন্ধন নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই সেক্টরে ঘাসফুল তার কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রিয়ভাবে "রাষ্ট্রপতির জনসংখ্যা পুরুস্কার-৯০" চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে "শ্রেষ্ঠকর্মী পুরস্কার-৯৫", "শ্রেষ্ঠকর্মী পুরস্কার-৯৭","শ্রেষ্ঠ সংস্থা পুরস্কার-৯৮" অর্জন করে। ঘাসফুল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষিত ডাক্তার, নার্স, মাঠকর্মী, ধাত্রীদের নিয়ে একটি নিবেদিত শক্তিশালী টিমের মাধ্যমে চট্টগ্রামে তৃণমুল পর্যায়ে কাজ করছে। যুগ পাল্টে গেছে। যোগাযোগ ও বিনোদন মাধ্যম এর রূপও পাল্টে গেছে। এ অবস্থায় সনাতন পদ্ধতিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পাল্টে নতুন অভিনব পদ্ধতি আবিস্কার প্রয়োজন। এই সেক্টরে কর্মরত সরকারী-বেসরকারী সকল সংস্থাকে আরো বেশী সমন্বিত উপায়ে কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করাও জরুরী।

প্রবীণ অধিকার

প্রবীণ-নিবাস নয় প্রবীণদের ঠিকানা হোক আপন-নিবাস

মানবজন্মে শৈশব আর বার্ধক্য অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ অসহায়ত্ব আর অক্ষমতায় আচ্ছন্ন। শৈশবের অক্ষমতা আর অসহায়ত্ব পরিবারের অপরাপর সকল সদস্য ও প্রতিবেশীর কাছে উপভোগ্য এক স্নেহময় অধ্যায়, অপরপক্ষে বার্ধক্যের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা পরিবারে অনেকসময় অনেকের কাছে বিরক্তিকর এক দায়গ্রস্থ বিষয়। তুলনার বিচারে শৈশবের চেয়ে বার্ধক্যের যাপিত সময় অসহায় শিশুর চেয়েও মর্মান্তিক। বর্তমান সময় অবশ্যই প্রবীণদের গোটা জীবনের অর্জন, আজীবনের ঘামঝরা সঞ্চয়, সভ্যতার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। যাদের অর্জিত সম্পদের উপর দাঁড়িয়ে আমরা ভবিষ্যত চিন্তা করি তাদের শেষ বয়সে, শেষ বিদায়ের আগে তাদের প্রতি কেমন আচরণ করা উচিত তা প্রতিটি সন্তানেরই উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। দেশে সরকারি-বেসরকারী কিছু বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে, যেখানে সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারের অবহেলা, সন্তানদের উপেক্ষায় প্রবীণেরা অনাকাক্ষিতভাবে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় খুঁজছে। প্রবীণদের প্রতি এই অবজ্ঞা কখনও বাঙালির সংস্কৃতি কিংবা মূল্যবোধ হতে পারে না। আমাদের মনে রাখতে হবে আইন করে কখনো মা-বাবার শ্রদ্ধা আদায় সম্ভব নয়। এটি একটি মানবিক বিষয়। এখানে আমাদের মানবিকতা, বিবেকবোধকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রবীণদের সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, মর্যাদা দেয়া ও সহায়তা করা আমাদের কর্তব্য। কারণ প্রবীণরা অভিজ্ঞতার সম্পদ, উজ্জীবনী শক্তি হিসেবে চলমান ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। ঘাসফুল প্রবীণ অধিকার বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও সচেতন। ঘাসফুল এবং ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ শুরু থেকেই প্রবীণ অধিকার ফোরাম, এইজিং রিসোর্স সেন্টার ইত্যাদি প্রবীণ-সংগঠনের সাথে উদ্যোক্তা সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত। আসুন আমরা সবাই প্রবীণদের যথাযথ সম্মানের সাথে, বিনয়ের সাথে তাদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা, পরিচর্চা পরিশোধ করি। তাদের শেষ বয়সে শেষ বিদায়ে নিজেদের সাথে রাখি, বাস করি পরম ভালবাসায়, যেমন করে তারা আগলে রেখেছিলেন আমাদের অসহায় শৈশব। বস্তুত: প্রবীণদের সুখী করার মধ্য দিয়ে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি পরিবারের সুখ, সমাজে শান্তি, রাষ্ট্রিয় সভ্যতা এবং শান্তিময় গোটা বিশ্ব।

পশু-পালনকারীদের জন্য ঘাসফুল এর বিশেষ উদ্যোগ
চাটগাঁর সূদর্শন: রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি)

চাটগাঁর সূদর্শন এক বিশেষ প্রজাতির গরুর নাম; "রেড চিটাগাং ক্যাটল ***(আরসিসি)***"। স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা, লাল মরিচের সৌন্দর্য আর তেজের ধারক এই রেড চিটাগং ক্যাটল (***আরসিসি***) ।এ প্রজাতির পুরুষ গরুকে স্থানীয় অনেকেই বলে, ***"লাল বিরিষ"***। এই সুদর্শন বাংলাদেশের একমাত্র নিজস্ব স্বীকৃত গরুর জাত, যার বৈজ্ঞানিক নাম BOS INDICUS। চট্টগ্রাম জেলা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সবত্র কম-বেশী এদের দেখা যায়। এদের প্রধানত দেখা যায় চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া, চন্দনাইশ, আনোয়ারা, রাউজান ও পটিয়া উপজেলায়। বাংলাদেশে বহু গবেষক, চিকিৎসক এই প্রজাতির গরু নিয়ে গবেষণালব্ধ নিবন্ধ রচনা করেছেন। বাংলাদেশের একমাত্র স্বীকৃত প্রজাতির গরু রেড চিটাগাং ক্যাটল (RCC) জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি পেলেও আর্ন্তজাতিকভাবে প্রচার-প্রচারণা বা আর্ন্তজাতিক জার্নালগুলোতে প্রচুর গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত না হওয়াতে আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি এখনো মেলেনি। আমাদের দেশেও এই প্রজাতির সংরক্ষণ, মান-উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে যে কাজ চলছে তা অনেকটা সীমিত। রেড চিটাগং ক্যাটল (RCC) পালন একসময় চট্টগ্রাম ও ফেনী অঞ্চলের সাধারন গৃহস্থদের কাছে অত্যন্ত লাভজনক ও মোটা দাগের বাৎসরিক আয়ের উৎস (কোরবানীর ঈদ) থাকলেও কালের পরিক্রমায় প্রযুক্তির বিশ্বায়নে অন্যান্য বৈদেশী প্রজাতির দাপটের কাছে এই সূদর্শন হেরে যেতে থাকে কালের গহ্বরে। রেড চিটাগাং ক্যাটল এর মাংস অত্যন্ত সূ-স্বাদু। প্রজাতিটির দৈহিক ওজন বৃদ্বির হার অনুসারে এটিকে মাংস উৎপাদনকারী জাত হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। RCC ক্যাটলের ষাঁড় বাছুরের প্রসব পূর্ববর্তী, প্রসব পরবর্তী ও বাড়ন্ত পর্যায়ে পুষ্টি নিশ্চিতপূর্বক একে বাণিজ্যিকভাবে BRANDED BEEF হিসেবে বাজার জাত করা যেতে পারে। যেহেতু বেসরকারী উন্নয়ণ সংস্থাগুলো (এনজিও) গ্রামীণ মানুষদের নিয়ে কাজ করে থাকে সেহেতু তাদের রেড চিটাগাং ক্যাটল পালনে গ্রামে-গ্রামে মানুষের মাঝে পর্যাপ্ত জ্ঞান বিতরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের এক বিশেষ সুযোগ রয়েছে। সম্প্রতি পিকেএসএফ গ্রামীণ পর্যায়ে কর্মরত সহযোগী সংস্থাদের নিয়ে কাজ করার জন্য প্রাণী সম্পদ ইউনিট গঠন করে। তারই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল সহযোগী সংস্থা হিসেবে চট্টগ্রামের এই বিশেষ প্রজাতির আরসিসি সংরক্ষণ এবং পালনে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হিসেবে গড়ে তুলতে পটিয়া ও আনোয়ারা উপজেলায় কাজ করার জন্য পিকেএসএফ কর্তৃক মনোনীত হয়। প্রাথমিকভাবে ঘাসফুল এর অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসক ডাঃ মেরী চৌধুরী পটিয়ায় গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম উপকারভোগীদের পালিত গবাদিপশুদের বিশেষ করে রেড চিটাগাং ক্যাটল প্রজাতি গরুর চিকিৎসা প্রদান শুরু করেছে। পটিয়া এবং হাটহাজারী উপজেলায় এ পর্যন্ত প্রায় ২০০টি পশুর চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়। আগামীতে ঘাসফুল রেড চিটাগাং ক্যাটল গরুর জন্য পটিয়া উপজেলায় একটি প্রদর্শনী খামার স্থাপনেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ জনপদে "রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনসহ যাবতীয় সেবা প্রদান করা সম্ভব হলে তাদের উৎপাদন ও আয়বৃদ্বির পাশাপাশি এই বিশেষ প্রজাতির গরুটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে এবং অদুর ভবিষ্যতে আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হবে। ঘাসফুল এই মহতি উদ্যোগের অংশীদার হতে আগ্রহী। (বিস্তারিত আগামী সংখ্যায়)

ঘাসফুল উপকারভোগীদের পালিত গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান করছেন ঘাসফুল কর্মকর্তা ডাঃ মেরী চৌধুরী

অতিথি কলাম

ঘাসফুল বার্তা আগামী সংখ্যা থেকে 'অতিথি কলাম' প্রকাশ করবে। দেশের যে কোন চিন্তাশীল নাগরিক, গবেষক, সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত কর্মকর্তা/শিক্ষাবিদ উন্নয়ন বিষয়ক, প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক, প্রযুক্তি বিষয়ক যে কোন সুচিন্তিত লেখা/কলাম/মতামত/স্বাক্ষাৎকার এই কলামে ছাপা হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, ঘাসফুল বার্তা। ghashful@ghashful-bd.org

ঘাসফুল- মাইম প্রকল্প

ঘাসফুল উপকারভোগীদের মাঝে ক্ষুদ্রবীমা পরিশোধ

ইনাফি বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুল পরিচালিত মাইম প্রকল্পের আওতায় গত (জুলাই -সেপ্টেম্বর'২০১৩) তিন মাসে তিনজন পলিসি গ্রহীতার জীবন বীমা পরিশোধ করা হয়। ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা- ১ এর সদস্য বেবি দাশ (৪৫), ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা -২ এর সদস্য ওহিদা বেগম (৪০), ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা- ১ এর সদস্য মোসা: হাসনা বেগম (৩৬) মারা গেলে ঘাসফুল - মাইম প্রকল্পের ক্ষুদ্রবীমা পলিসি অনুযায়ী মৃত সদস্যদের নমিনীদের হাতে বীমাদাবীর অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত ক্ষুদ্র জীবনবীমা পরিশোধ অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারি পরিচালক আবেদা বেগম, ইনাফি বাংলাদেশের মাইম প্রকল্পের বীমা কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাকিব, ঘাসফুলের এরিয়া ম্যানেজার তাইম-উল-আলম, ভারপ্রাপ্ত বীমা কর্মকর্তা মো: আবুল কাশেম এবং স্ব-স্ব শাখার শাখা ব্যবস্থাপকগণ, বীমা কর্মকর্তাসহ শাখার অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। উল্লেখ্য গত তিন মাসে ঘাসফুল- মাইম প্রকল্প এর আওতায় (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৩) মোট পলিসি গ্রহন করেন ৬৩৭ জন। প্রিমিয়াম আদায় হয় ৪২২৩৭০০/- টাকা।

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মৃত উপকারভোগীদের বীমা দাবী পরিশোধ

গত তিন মাসে (জুলাই -সেপ্টেম্বর'২০১৩) ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মোট ২৭জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু পরবর্তীকালীন সময়ে উপকারভোগীদের ঋণ মওকুফ করে দেয়া হয় যা পরবর্তীতে ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। এই সময়ে বীমা প্রদানকারী শাখাগুলোতে ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা (১) এর ০৩ জন, মাদারবাড়ি শাখা (২) এর ০২ জন, কালারপোল শাখার ০১ জন, সরকারহাট শাখার ০১ জন,পটিয়া শাখার ১ জন,নিয়ামতপুর শাখার ০২জন, হালিশহর শাখার ০১ জন, কুমিল্লা পদুয়ার বাজার শাখার ০১ জন,আনোয়ারা শাখার ১জন,নওগাঁ সদর শাখার ০৩ জন,সতীহাট শাখার ০২জন, ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা (২৬) এর ০২ জন ,জিনারপুর শাখার ০১ জন,পত্নীতলা শাখার ০১ জন, সাপাহার শাখার ০২ জন, নিজামপুর শাখার ০১জন, মুহুরিগঞ্জ শাখার ০১ জন এবং মিয়াবাজার শাখার ০২ জনসহ মোট ২৭ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু পরবর্তীকালে তাদের বীমা দাবী পরিশোধ করা হয় মোট বার লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিন শত উনচল্লিশ টাকা। সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগনের উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির নমিনীর হাতে বীমা দাবীর টাকা হস্তান্তর করা হয়।

তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন ২০১৩

>> শেষ পৃষ্ঠা পর >> ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনী উপস্থাপন করেন। প্রদর্শনীটি উপস্থাপন করেন ঘাসফুল এসডিপি-প্রধান আনজুমান বানু লিমা। উপস্থিত চট্টগ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, গুরুত্বপূর্ণ উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ ঘাসফুল কর্তৃক প্রদর্শিত ডিজিটাল প্রেজেন্টশন উপভোগ করেন এবং তারা খুব সহজেই বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন অতি: জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব আবদুল কাদের। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব আলী আব্বাস।

দরিদ্র মানুষের জীবন-মান উন্নয়নের দীর্ঘ ১৬ বছরের সারথি ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগ

একনজরে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম;

সমিতির সংখ্যা : ৩৮৩৫	সদস্য সংখ্যা: ৪৯৯৮৪
সঞ্চয় স্থিতি : ২৯০৮৩৫১৬৬	ঋণ গ্রহীতা: ৩৮৬২২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন : ৫০৩১৭২০৪০০	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় : ৪৪৯১৭০০৯৬৮
সর্বমোট ঋণ স্থিতির পরিমান : ৫৪০০১৯৪৩২	শাখা সংখ্যা : ৩৬

ঘাসফুল ক্ষুদ্র উদ্যোগ সেল এর আয়োজন

"ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" শিরোনামে ব্লক-বাটিকের উপর প্রশিক্ষণ

গত ৯-১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা ১,২,৩,৪ এর সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম এর উপকারভোগীদের নিয়ে "ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" শিরোনামে ব্লক - বাটিকের উপর এক প্রশিক্ষন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল ক্ষুদ্র উদ্যোগ সেলের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষন কোর্সে ২০জন উপকারভোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণশেষে অংশগ্রহণকারিদের মাঝে সনদপত্র বিতরন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের প্রধান জনাব লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, সহকারি পরিচালক আবেদা বেগম, ক্ষুদ্র উদ্যোগ সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাজুল ইসলাম খান, ট্রেনিং ম্যানেজার আবু করিম ছামি উদ্দিন এবং এরিয়া ম্যানেজার সাইদুর রহমান খান।

স্বাস্থ্য সেক্টরে দীর্ঘ তিন যুগের অভিজ্ঞতা, দক্ষ কর্মী আর চিকিৎসকদের আন্তরিকতায় আরো গতিশীল হয়েছে ঘাসফুল প্রজননস্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত পথচলা

(জুলাই– সেপ্টেম্বর' ২০১৩)

ক্লিনিক্যাল সেবা	ঃ	১৯টি স্থায়ী ক্লিনিক ৪৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ১১১৩ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।
টিকাদান কর্মসূচী	ঃ	মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৪২৭জন। এর মধ্যে মহিলা ৭৪ জন এবং শিশু ৩৫৩জন।
পরিবার পরিকল্পনা	ঃ	সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ২০২১ জন। এর মধ্যে মহিলা পিল ১১০০জন. কনডম-৬০১জন. ইনজেকশন-৩১৯জন এবং সি.টি-১জন।
নিরাপদ প্রসব	ঃ	ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১১৬ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	ঃ	বিভিন্ন কর্ম এলাকায় ৩১টি গার্মেন্টসে ৫৯৭৬জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ৯৫৮জন পুরুষ এবং ৫০১৮ জন মহিলা শ্রমিক।
মাইম হেলথ কার্যক্রম	ঃ	মাইম হেলথ কার্যক্রমের আওতায় ১৭২ জনকে হেলথ কার্ড প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্ব শিশুকন্যা দিবস ২০১৩

"শিশু কন্যার বিয়ে নয়, করবে তারা বিশ্ব জয়"

২০১৩ সালের বিশ্ব কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় এটি। ৩০-০৯-২০১৩ তারিখে কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামের প্রবর্তক মোড়ে এক মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এতে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থার মধ্যে অংশগ্রহণ করে চট্টগ্রাম জেলার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঘাসফুল, বিটা, অপরাজেয় বাংলাদেশ, চান্দগাঁও দারিদ্র বিমোচন মহিলা সমিতি, নীলাম্বর মহিলা সংস্থা, সিএসডিএফ,বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ-চট্টগ্রামসহ আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এ মানববন্ধনে চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মো:আবদুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, শিশুরাই নিজের পরিবার থেকে বৈষম্যর শিকার হয়। আমাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। অনেকে এক্ষেত্রে কন্যা শিশুদেরকে ছোট করে দেখে। অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন হবার আহবান জানান তিনি। মানববন্ধনে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

পিএইচআর প্রকল্পের এডভোকেসি সভা

>> শেষ পৃষ্ঠার পর >>

কাশিয়াইশ ইউনিয়ন

গত ১৬ সেপ্টেম্বর পটিয়া উপজেলায় কাশিয়াইশ ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান বরুন তালুকদার এর সভাপতিত্বে এডভোকেসি সভা সম্পন্ন করা হয়। অন্যান্যদের মধ্যে শিক্ষক, ইমাম, পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, স্বাস্থ্য সহকারী,সরকারী-বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কাশিয়াইশ ইউনিয়নে তথ্য সংগ্রহে প্রাপ্ত তথ্যঅনুযায়ী মোট বিয়ের সংখ্যা ১১৩টি,তার মধ্যে ৬৪টা রেজিষ্ট্রিকৃত বিয়ে এবং বাল্যবিয়ে ১০টি।

চরপাথরঘাটা ইউনিয়ন

গত ১৭ সেপ্টেম্বর পটিয়া উপজেলায় চরপাথরঘাটা ইউনিয়ন পরিষদে ইউপি মেম্বার এস. এম. কালামিয়ার সভাপতিত্বে এডভোকেসি সভা সম্পন্ন করা হয়। অন্যান্যদের মধ্যে শিক্ষক, ইমাম, পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, স্বাস্থ্য সহকারী, সরকারী-বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ইউনিয়নে তথ্য সংগ্রহে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মোট বিয়ের সংখ্যা ১৬৫টি, তার মধ্যে ১৬০টি রেজিষ্ট্রিকৃত বিয়ে এবং বাল্যবিয়ে ০৫টি।

পিএইচ আর প্রজেক্টের স্কুল আউটরিচ প্রোগ্রাম ও উঠান বৈঠক:

গত ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর পটিয়া উপজেলায় বড় উঠান, কোলাগাঁও, হাবিলাসদ্বীব,শিকলবাহা এই ৪টি ইউনিয়নে দৌলতপুর, লাখেরা, চরকানাই,ও কালাপোল উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের লিঙ্গবৈসম্য, বাল্যবিয়ে, যৌতুক, যৌনহয়রানি এবং পারিবারিক সহিংসতার উপর সচেতন হওয়ার জন্য প্রতিটি স্কুলে ২টি করে সেশন নেয়া হয়। গত ০৪ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে পটিয়া উপজেলায় ঘাসফুলের পিএইচআর কার্যক্রমে বড় উঠান, কোলাগাঁও, হাবিলাসদ্বীপ,শিকলবাহা, জুলধা, চরপাথরঘাটা, চরলক্ষ্যা ও কাশিয়াইশ এই ৮টি ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাড়ীর উঠানে পারিবারিক সহিংসতার উপর সচেতন হওয়ার জন্য মহিলাদের নিয়ে উঠান বৈঠক করা হয়। মহিলাদের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৪৮টি এবং পুরুষদের জন্য উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি।

ঘাসফুল এর সক্রিয় অংশগ্রহণে চট্টগ্রামে পালিত হলো বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৩

'কৈশোরে গর্ভধারণ মাতৃ-মৃত্যুর অন্যতম কারণ' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ১১ জুলাই চট্টগ্রাম নগরীতে এবারে পালিত হলো বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৩। ঘাসফুল এর সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কার্যালয় এবং চট্টগ্রামে কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রামে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি স্কুল সম্মুখ থেকে এক বর্নাঢ্য র‍্যালী শুরু হয়ে জিইসিমোড়স্থ বিএমএ ভবনে গিয়ে শেষ হয়। উক্ত র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের এসডিপি প্রধান আনজুমান বানু লিমা. স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শাহানাজ বেগম ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। র‍্যালীতে চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন মুক্তিযোদ্ধা ডা: সরফরাজ খান, চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) ও উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) এবং উন্নয়ন সংস্থাসমুহের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালী শেষে বিএমএ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা এবং এবারের প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। উক্ত সভায় এনজিও প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর সহকারী পরিচালক (এসডিপি) আঞ্জুমান বানু লিমা। তিনি বলেন, ঘাসফুল সেই ১৯৭৮ সাল থেকে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে চট্টগ্রাম নগরীতে কাজ করে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ঘাসফুল দক্ষ কর্মীদের নিয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের স্বীকৃতিও অর্জন করেছে। তিনি আরো বলেন সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে অভিভাবকেরা কিশোরী বিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে উঠে, আবার বাল্য বিবাহের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানা গুরতর সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এই বিষয়টি একটা চক্রাকারে সমস্যার আবর্ত সৃষ্টি করে যাচ্ছে। আমরা মনে করি সমস্যার মুল চিহ্নিত করে এই চক্র থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আলোচনাসভাটি পরিচালনা করেন ডবলমুরিং থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুব্রত কুমার চৌধুরী।

(সিএইচডব্লিউইভিটি)

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >>

নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী ও প্রকল্পটির একাউন্টস ও এডমিন ম্যানেজার মোঃ গিয়াসউদ্দিন। চুক্তি স্বাক্ষরকালে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক (জেন্ডার ও রাইটস) রীনা রায় ও পরিচালক (অর্থ ও ব্যবস্থাপনা) মোঃ আশরাফুল আলমসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে এমজেএফ কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বিকাল ৩টায় ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে সাব পার্টনার "ওয়াচ" ও "ইলমা"র সাথে সাব-পার্টনার চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। সাব-পার্টনার চুক্তিনামায় ঘাসফুল এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী এবং ইলমা ও ওয়াচের পক্ষে স্বাক্ষর করেন যথাক্রমে জেসমিন সুলতানা পারু (প্রধান নির্বাহী) এবং রেবেকা সুলতানা (নির্বাহী পরিচালক)। অনুষ্ঠিত সাব-পার্টনার চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন "ওয়াচ" এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব নুর-ই-আকবর চৌধুরী এবং "ইলমা" এর কোষাধ্যক্ষ জনাব আবু নাঈম চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এসডিপি) আনজুমান বানু লিমা এবং প্রকল্পটির সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ ও একাউন্টস ও এডমিন ম্যানেজার মোঃ গিয়াসউদ্দিন।

প্রকল্পটির শিরোনাম ঃ Established Child Rights and Hazardous free Working Environment through Education and Vocational Training (CHWEVT)। প্রকল্পটি মুলত কর্ম-এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের জন্য ঝুঁকিমুক্ত কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করে যাবে। বাংলাদেশের জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ও সরকার ঘোষিত ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করা আছে। রাষ্ট্রিয়ভাবে চিহ্নিত তালিকানুযায়ী চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরগুলোতে কর্মরত শিশুদের বিভিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে তুলে এনে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় যুক্ত করা, ঝুকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের ঝুঁকিহীন কাজে নিয়োগ, শিশুশ্রম ও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকিহীন কাজে শিশুদের নিয়োগ, জন্ম নিবন্ধন ইত্যাদি। "শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু অধিকার ও ঝুঁকিমুক্ত কর্ম পরিবেশ বাস্তবায়ন" প্রকল্পটিতে মোট লক্ষিত প্রত্যক্ষ উপকারভোগির সংখ্যা হবে ৪৫০০জন শিশু। লক্ষিত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের মধ্যে ২৫০০জন শিশু থাকবে সরকার ঘোষিত ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়েজিত শিশু এবং বাকী ২০০০জন শিশু থাকবে শ্রমবাজারে প্রবেশের ঝুঁকিতে থাকা শিশু। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই তিন বছর মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশের ঝুকিতে থাকা ছয় থেকে নয় বছর বয়সী লক্ষিত ২০০০জন শিশু (যারা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমজীবি শিশুদের ভাই বা বোন) প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। অপরপক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত লক্ষিত ২৫০০জন শিশুর মধ্যে ৫০% অর্থাৎ ১২৫০জন শিশু উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ শেষে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হবে এবং বাকী ৫০% অর্থাৎ বাকী ১২৫০জন শিশুর মধ্যে ২৫০জন শিশুকে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঝুঁকিহীন পেশায় সরিয়ে আনা ও ১০০০ জন শিশুকে একই কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিহীন কাজে নিয়োজিত করার কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এপ্রকল্পের কর্ম-এলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৫টি ওয়ার্ড এর মধ্যে ঘাসফুল বাস্তবায়ন করবে ৫টি ওয়ার্ড: ২৩,২৭,২৯, ৩০ ও ৩৬ নং ওয়ার্ড, ইলমা বাস্তবায়ন করবে ৫টি ওয়ার্ড : ৪, ৬, ৭, ১৪ ও ১৮নং ওয়ার্ড ও ওয়াচ বাস্তবায়ন করবে ৫টি ওয়ার্ড : ২,৮,৯,১২ ও ১৩নং ওয়ার্ড। প্রকল্পের সর্বমোট ২৪টি উপ-আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রের মাধ্যমে এই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

মানবসেবায় হৃদ্যতায় নওগাঁ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিরামহীন চলছে চক্ষু-চিকিৎসা কার্যক্রম

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার এর উদ্যোগে জুলাই - সেপ্টেম্বর '২০১৩ পর্যন্ত তিনমাসে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর. সাপাহার. পত্নীতলা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট ০৭টি চক্ষুশিবির আয়োজন করা হয়। ইস্পাহানি ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর সহযোগিতায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার নিয়মিত কর্মসূচী হিসেবে এই চক্ষু শিবিরের আয়োজন করে। এধরণের চক্ষুশিবিরে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠি বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে থাকে। নওগাঁ জেলার ঘাসফুল কর্ম-এলাকায় চোখের নানাবিধ রোগে আক্রান্ত গরীব জনসাধারণের কাছে ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ইতিমধ্যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। ঘাসফুল ভিশন সেন্টার প্রতিদিন নওগাঁস্থ নেয়ামতপুর শাখায় রোগীদের চক্ষু-চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। ভিশন সেন্টার পুরো নওগাঁ জেলায় চক্ষুশিবিরের মাধ্যমে চোখে ছানিপড়া দরিদ্র রোগীদের খুঁজে বের করে অত্যন্ত স্বপ্ন খরচে অপারেশন সেবা দিয়ে থাকে। উল্লেখিত গত তিনমাসে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের চক্ষু শিবিরে সেবাগ্রহণকারির সংখ্যা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

কর্মএলাকা	আউটডোর রোগী	আপারেশন যোগ্য রোগী চিহ্নিত	অপারেশন সেবাপ্রাপ্ত
নিয়ামতপুর	৩১৩	৭৬	৬১
সাপাহার	৬৪৪	৭৮	৪৩
পত্নীতলা	১০৫	২৬	১৩
মোট	১০৬২	১৮০	১১৭

সেবক কলোনীতে শিশু বিকাশে কাজ করছে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র

গত ১৪জুলাই ২০১৩ রবিবার পূর্ব মাদারবাড়ীস্থ সেবক কলোনিতে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে একটি Community Meeting' আয়োজন করা হয় । শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষিকা তমালি দাশের পরিচালনায় এতে অংশগ্রহণ করেন শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অবিভাবকবৃন্দ। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ি নিয়মিত নাচ ,গান সেলাই ও সচেতনমূলক ক্লাসের আয়োজন করা হয়। নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় গত জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়। গত ৩০ সেপ্টেম্বর শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা প্রবর্তক মোড়ে বিশ্ব কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে।

এম. এল রহমানের ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

ঘাসফুল এর উদ্যোগে গভীর শ্রদ্ধায় এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ০১লা আগস্ট সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা, সমাজসেবক মরহুম লুৎফুর রহমানের ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। তিনি বেসরকারী উন্নয়ণ সংস্থা ঘাসফুল, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল, লায়ন ক্লাবসহ বিভিন্ন সেবামুলক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমৃত্যু সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঘাসফুল এর উদ্যোগে বাদে জোহর মেহেদীবাগস্থ প্রধান কার্যালয়ে কোরানখানি, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে মরহুম এম এল রহমান এর সার্বিক পৃষ্টপোষকতায় ঘাসফুল উন্নয়ণযাত্রা শুরু করে। মরহুমের ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘাসফুল এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, সম্মানিত সদস্যগণ তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও রূহের মাগফেরাত কামনা করেন। উল্লেখ্য মরহুম এমএল রহমান ২০০০ সালের ১লা আগষ্ট মৃত্যু বরণ করেন।

জনাব মোজাফ্ফর আহমদ মিয়ার মৃত্যুতে ঘাসফুল এর শোক প্রকাশ

ষাটের দশকের আলোচিত শিল্পপতি, ঘাসফুল-বার্তার উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল) এর স্বামী মোজাফ্ফর আহমদ মিয়ার মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত মর্মাহত এবং গভীরভাবে শোকাহত। গত ১৮ জুলাই ২০১৩ তারিখে মরহুমের পরিবারে প্রেরিত এক শোকবার্তায় ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, "ঘাসফুল এর অগ্রযাত্রায় জনাব মোজাফ্ফর আহমদ মিয়ার অবদান আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি আমি ব্যক্তিগত এবং ঘাসফুল-পরিবারের পক্ষ থেকে সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি"। জনাব জাফরী আরো বলেন, "আমরা শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণকরছি যে, মরহুম মোজাফ্ফর আহমদ মিয়া ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সংস্থার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন।"

শোক প্রকাশ

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর পরিচালক (গর্ভনেন্স) ফারজানা নাঈম এর অকাল মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোক প্রকাশ করে। এক শোকবার্তায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, ***মরহুমা ফারজানা নাঈম*** দীর্ঘদিন ধরে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সাথে প্রশংসিত আচরণ, যোগ্যতা এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করে গেছেন।

শোক প্রকাশ

উন্নয়নকর্মী ***খায়রুন নাহার*** এর মৃত্যুতে ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন সংস্থা 'বিটায়' কাজ করে গেছেন। বিটায় প্রেরিত এক শোকবার্তায় ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মরহুমা খায়রুন নাহার উন্নয়ন সেক্টরে এক নিবেদিত কর্মী ছিলেন। তিনি মরহুমার পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানান।

শোক প্রকাশ

ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ***জনাব আবদুর রউফ খান*** এর মৃত্যুতে ঘাসফুল গভীরভাবে শোক প্রকাশ করে। এফএনবি পরিচালক বরাবরে পাঠানো এক শোকবার্তায় ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানানো হয়।

পিকেএসএফ আয়োজিত প্রশিক্ষণ সমূহ

● গত ১৮-২২ আগষ্ট ২০১৩ এবং ২১- ২৫ আগষ্ট ২০১৩ "Internal Audit For Operation Of NGO/MFIS শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন অডিট অফিসার-সাজ্জাদ হোসাইন ও হায়াদার আলী। এবং শাখা ব্যবস্থাপক হাফিজুর রহমান ও শাখা সুপারভাইজার দিলীপ মজুমদার।

● Advance Microfinance & Institutional Management" – বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ২০-২২আগষ্ট ২০১৩ পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন শাখা ব্যবস্থাপক মনিমুল হক ও রবিউল আওয়াল।

● গত ২৪-২৮ আগষ্ট ২০১৩ "প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ (TOT)" বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ নুরুজ্জামান ও মোঃ আবদুল গফুর।

● "হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শিরোনামে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ সেন্টারে গত ১৬-১৯ সেপ্টেম্বর। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ নুর হোসেন ও শাখা হিসাবরক্ষক প্রিয়তোষ আইচ।

● 'সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় গত ২২-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ । এতে অংশগ্রহণ করেন শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ শাহীনুজ্জামান ও মোঃ নুরুদ্দীন খিজির।

● গত ২২-২৪ সেপ্টেম্বর "উচ্চতর ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা" শিরোনামে এক প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত হয় পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন শাখা ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান ও যোগেশ চন্দ্র মজুমদার।

অন্যান্য প্রশিক্ষন কর্মসূচী: গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ Incidin Bangladesh এর উদ্যোগে"পজেটিভ আচরণ" শিরোনামে একদিনের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় হোটেল এশিয়ান এস আর হল রুমে। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন জুনিয়র অফিসার (এসডিপি) ফারহানা ইয়াসমিন।

ইডকলের সহযোগিতায় "TOT ON BIOGAS TECHNOLOGY" শিরোনামে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় এনজিও ফোরাম ঢাকায় গত ৮-১১ সেপ্টেম্বর। এতে অংশগ্রহণ করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো: সেলিম।

ঘাসফুল এর বৃক্ষরোপন ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী

পটিয়া ও হাটহাজারী উপজেলায় সংস্থার উপকারভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

ঘাসফুল দরিদ্র উপকারভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণের উদ্দেশ্যে গত ০৪ জুলাই প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশ ব্রিটিশ আমেরিকা টোবাকো কোম্পানী (বিএটিসি) এর কাছ থেকে পাঁচ হাজার গাছের চারা গ্রহণ করে। বিভিন্ন জাতের গাছের চারার মধ্যে ফলজ, বনজ এবং ঔষধি গাছের চারা রয়েছে। উল্লেখ্য, ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে বিএটিসি এর সহায়তায় সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এসডিপি) অধীনে পটিয়া ও হাটহাজারী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজ মাঠে বৃক্ষরোপন এবং গ্রামীণ জনপদে এলাকার দুস্থ মানুষের কাছে নানা জাতের গাছের চারা বিতরণ করে সামাজিক বনায়ন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। গত ২২ জুলাই "২০১৩ এবারের গ্রহণ করা ৫০০০টি গাছের চারাগুলোর মধ্যে সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের বেনিফিসিয়ারী ও পটিয়া ইএসপি স্কুল ছাত্রছাত্রী এবং পিএইচআর প্রোগ্রামের আওতায় ৮টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কাছে পৌঁছানো হয়। পটিয়া ইএসপি স্কুল প্রোগ্রামে ২০০০ চারা, পিএইচআর প্রজেক্ট ইউনিয়ন পর্যায়ে ১০০০ চারা, হাটহাজারীতে-১০০০ চারা (মেখল ৫০০+ সরকারহাট ৫০০), আনোয়ারা শাখায়-৫০০ চারা, পটিয়া সদর শাখায়-৫০০ চারা বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত চারাগুলো স্ব-স্ব শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ, প্রকল্প কর্মকর্তাগণ এলাকার উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ সম্পাদন করেন। ঘাসফুল এসডিপি প্রধান আনজুমান বানু লিমা, কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী বিএটিসি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চারাগুলো সংগ্রহ করেন।

brac গবেষণারত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর ই.এস.পি কার্যক্রম পরিদর্শন

ব্র্যাক এর ইএসপি স্কুলের উপর থিসিস করার জন্য গত ০২ জুলাই ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী ঘাসফুল পরিচালিত পটিয়াস্থ ইএসপি স্কুল পরিদর্শন করেন। গবেষণারত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রটির নাম আরহাম সাফাত। তিনি তার গবেষণা পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ব্র্যাকের অর্থায়নে ঘাসফুল পরিচালিত পটিয়া উপজেলার পশ্চিম লাখেরার কয়েকটি স্কুলের প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাস কার্যক্রম ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের সাথে নানা আলাপচারিতার পাশাপাশি তাদের বিভিন্নমুখি প্রতিভার সাথে পরিচিত হয়। তিনি ঘাসফুল এর প্রশংসা করেন এবং বিভিন্নভাবে উপস্থিত ব্র্যাক কর্মকর্তা, ঘাসফুল কর্মকর্তা, পিও এবং স্কুল শিক্ষকদের কাছে তার অনুভূতি প্রকাশ করেন। এসময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক কর্মকর্তা মো: দেলোয়ার হোসেন এবং সংশ্লিষ্ট ঘাসফুল কর্মকর্তাবৃন্দ।

ডিসিহিলে দেশীয় প্রজাতির খেজুরগাছের চারা রোপন

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >> জনাব সানাউল হক, ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জনাব মফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম (মাইক্রোফিন্যান্স), এসডিপি প্রধান আন্‌জুমান বানু লিমা (এসডিপি) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির খেজুর গাছ সংরক্ষন, খেজুর রস এবং এর পুষ্টিগুন ও তৎসম্পর্কিত পিঠা-পুলি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচেতন করে তোলাই ছিল এই কার্যক্রমের মুল উদ্দেশ্য। বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির খেজুরগাছের প্রতি গণমানুষের দৃস্টি আকর্ষণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠাতা মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের পরিকল্পনায় এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। সমাজকর্মী পরাণ রহমান দীর্ঘদিন ধরে দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষ, বীজ ও প্রাণীসম্পদ সংরক্ষণে নানা সভা-সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং লেখালেখিতে মতামত দিয়ে আসছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি এবারে সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং নিজবাসায় ১১০টি দেশীয় খেজুরগাছের চারা তৈরী করেন। ঘাসফুল বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের নিজস্ব উদ্যোগে উৎপাদিত দেশীয় প্রজাতির খেজুরগাছের চারাগুলো মানুষের দৃস্টি আকৃস্ট হয় এমন পাবলিক প্যালেসে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ঘাসফুল এর আবেদনে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহি, উৎসব-পার্বনের কেন্দ্রস্থল ডিসি হিলে লাগানোর পরামর্শ প্রদান করেন এবং আন্তরিকভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। পরাণ রহমানের এই অভিনব ভাবনা জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে প্রশংসা অর্জন করে। ঘাসফুল এর উদ্যোগে ডিসি হিলে নিজের উৎপাদিত খেজুরগাছের চারা লাগানোর সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পর সুধীসমাজে প্রশংসা অর্জন করে। পরাণ রহমান এক প্রতিক্রিয়ায় জানান, একজন সমাজকর্মী হিসেবে সম্পূর্ণ বিবেকের তাড়নায় এবং প্রকৃতির প্রতি মানুষ হিসেবে দায়বদ্ধতা থেকে তিনি এই পরিকল্পনা করেছেন। তিনি মনে করেন প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে এই ঐতিহ্যবাহি দেশীয় খেজুরগাছ বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে, অথচ খেজুরগাছের রস বাঙালীর শীতকালীন পিঠা-পার্বনের এক অবিচ্ছেদ্যে অংশ এবং রসালো প্রকৃতির অফুরন্ত এক রস-ভান্ডার। তিনি আশংকা প্রকাশ করে বলেন, এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনের মানুষ হয়তো প্রকৃতির এই মধুভান্ডার খেজুররস-প্রধান খেজুরগাছের কথা ভুলে খেজুরফল-প্রধান মরুভুমির খেজুরগাছই বুঝবে। হাজার বছরের বাঙালীর ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতির সাথে খেজুর রস অত্যন্ত নিকট অনুষঙ্গ। সুতরাং আগামী প্রজন্মের প্রয়োজনে দেশীয় খেজুরগাছ আর খেজুর রস সংরক্ষণে সকলের এগিয়ে আসা এখন সময়ের প্রয়োজন। প্রকৃতিপ্রেমী পরাণ রহমান খালের ধারে কিংবা নদীর ধারে ভাঙ্গনরোধে বৃক্ষরোপনের জন্য এবং পাখিদের অভয়ারণ্য সৃস্টির পরিকল্পনা নিয়ে ইতিমধ্যে বটবৃক্ষ, অশ্বথবৃক্ষ এবং হারিয়ে যাওয়া চালতা গাছের চারা উৎপাদনে পদক্ষেপ নিয়েছেন।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১২, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

প্ল্যান বাংলাদেশ এবং USAID এর সহায়তায় মানবাধিকার রক্ষায় ঘাসফুল

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে পটিয়ার চারটি ইউনিয়নে পিএইচআর প্রকল্পের এডভোকেসি সভা

হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়ন

গত ১৪ সেপ্টেম্বর হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়ন পরিষদে ইউপি মেম্বার মো: ইদ্রিস এর সভাপতিত্বে এক এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এডভোকেসি সভায় ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু তালেব মনু মেম্বার, প্ল্যান বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর শরীফুর আলম, স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকগণ, স্থানীয় মসজিদের ইমাম, পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, স্বাস্থ্য সহকারী, সরকারী-বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এবারের এডভোকেসি সভার বিষয় ছিল বাল্যবিয়ে। হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে তথ্য সংগ্রহে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় মোট বিয়ের সংখ্যা ৯৪টি, তার মধ্যে ৭৪টি রেজিষ্ট্রিকৃত বিয়ে এবং বাল্যবিয়ে ৪টি।

কোলাগাঁও ইউনিয়ন

গত ১৫ সেপ্টেম্বর কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদে ইউপি চেয়ারম্যান শামসুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এক এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্ল্যান বাংলাদেশের সহকারী কো-অর্ডিনেটর মোস্তাফিজুর রহমান, এলাকার সম্মানিত শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, স্বাস্থ্য সহকারী, সরকারী-বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কোলাগাঁও ইউনিয়নে তথ্য সংগ্রহে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মোট বিয়ের সংখ্যা ১০৮টি, তার মধ্যে ৯৪টা রেজিষ্ট্রিকৃত বিয়ে এবং বাল্যবিয়ে ১০টা।

>> বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় >>

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী
সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনূর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

সহকর্মী বন্দনা দাশের জন্য আরোগ্য কামনা

ঘাসফুল, চৌধুরীহাট শাখায় কর্মরত বন্দনা দাশ দীর্ঘদিন ধরে ব্রেষ্ট ক্যান্সারে ভুগছেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সহকর্মী বন্দনা দাশের এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে ঘাসফুল পরিবার আশু আরোগ্য কামনা করেছেন। গত ১৪ সেপ্টেম্বর সহকর্মীর দুর্দিনে ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে একটি টিম সহমর্মিতার বার্তা নিয়ে বন্দনা দাশের বাসায় যান এবং সেখানে কিছুসময় তার পাশে কাটান। তার চিকিৎসার্থে সংস্থায় কর্মরত সকলের, যার যার অবস্থান থেকে প্রসারিত সাহায্যের অনুদান হিসেবে ৯১,৫৫০/- (একানব্বই হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকার ব্যাংক ডেপোজিট স্লিপ তাকে হস্তান্তর করা হয়।

তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন ২০১৩

তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ঘাসফুল এর তথ্য অধিকার এর উপর তথ্য সমৃদ্ধ এক ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনী উপস্থাপন

"তথ্য জানার অধিকার, দিন বদলের অঙ্গীকার" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে জেলা প্রসাশনের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পালিত হলো তথ্য অধিকার দিবস ২০১৩। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে ডিসিহিল থেকে সার্কিট হাউস পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালীতে বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালীশেষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভায় ঘাসফুল তথ্য অধিকার এর উপর তথ্য সমৃদ্ধ এক আকর্ষণীয় >> বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় >>

সবুজ জ্বালানী বায়োগ্যাস প্রকল্পের শিকলবাহায় গ্রাহক ওরিয়েন্টেশন সভা

২১ জুলাই' ২০১৩ তারিখে ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (IDCOL) এর সহযোগিতায় এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের আয়োজনে পটিয়া উপজেলার শিকলবাহাস্থ পশ্চিম পটিয়া এ, জে,চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাসের এক গ্রাহক ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ দুষণ রোধ, জৈব জ্বালানির বিকাশ এবং জ্বালানী গ্যাসের দুস্প্রাপ্যতা নিরসনে ঘাসফুল জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ও জৈবসার কর্মসুচি পরিচালনা করছে। সংস্থার কৃষি ও বায়োগ্যাস প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ওরিয়েনন্টেশন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মাজেদা বেগম। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে এলাকার গন্যমান্য জনপ্রতিনিধিদেরকে বায়োগ্যাস স্থাপনের জন্য প্রচারণা চালাতে অনুরোধ জানান এবং অত্র এলাকার জনসাধারণকে এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করানোর জন্য উপস্থিত বায়োগ্যাসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ বিষয়ে বিশেষ করে স্থানীয় পোলট্রি ও ডেইরী ফার্ম মালিকদেরকে এগিয়ে আসা উচিত। তিনি বলেন,"পরিবেশ বান্ধব কর্মসুচি বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম একটি সমন্বিত উদ্যোগ, এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইডকল ও ঘাসফুলকে ধন্যবাদসহ আগামীদিনে নিজের সর্বাত্মক সহযোগীতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইডকলের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শৈবাল কান্তি নন্দী, পটিয়া উপজেলা ভেটেনারী সার্জন সহকারী মিসেস তারানা আহমেদ, ২নং বড়উঠান ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোমেনা আক্তার নয়ন, পটিয়া ডেইরী এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হাজী মোহাম্মদ করিম সওদাগর ও এ, জে,চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিলন কান্তি দাশ।

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন : ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ২৮৫৮৩২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org